মেহনাজ ঃ এক কলংকিত মায়ের কাছে খোলা চিঠি

সাংসদ তাপসের উপর বোমা হামলার ঘটনার সংগে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭৫ এর আত্মস্বীকৃতখুনী কর্ণেল (অব:) রশীদের কন্যা মেহনাজ। মেহনাজ গ্রেপ্তার হয়ে আদালতে এবংরিমান্ডে তার ৪মাস বয়সী শিশু কন্যা শাহরিনকেও সংগে নিয়েছেন। অত্যন্ত সংগত কারণেই এই ঘটনাটি সবার নজরে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে চার মাস বয়সী একটি শিশু কেন রিমান্ড যন্ত্রনা সহ্য করবে? একটি প্রতিকূল পরিবেশে এভাবে একটি শিশুকে রাখা কতটা মানবিক?

এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাই একটি অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন এসেছে, শিশু কন্যাকে নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ কি মিডিয়া দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য একটি সাজানো নাটক?

পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, আত্মস্বীকৃত খুনী কর্ণেল (অব:) রশীদের মেয়ে মেহনাজ একাই থাকতেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে তার মেহনাজ গ্রেপ্তার হবার পর তার স্বামী এবং আত্মীয় স্বজন এলেন না কেন? কেন একাই মেহনাজ তার সন্তানকে নিয়ে ফটো সেশন দিলেন? একজন সন্তানের সব থেকে আপনজন হলেন মা। মা সব সময় সন্তানের ভালো চায়, সন্তানের সামান্য সুখের প্রতিও মায়েদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। সন্তানকে নিয়ে আদালতে যাওয়া এবং রিমান্ড জীবন তাই সহানুভূতি আদায়ের এবং মূল ঘটনা অন্যখাতে প্রবাহিত করার এক বিভৎস অপতৎপরতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, বাঙালী মায়েরা সন্তান দরদী কিন্তু কোন মা কি তার সন্তানকে সারাক্ষন বুকে আগলে কোলে নিয়ে রাখে? দু:খিত মেহনাজ, আপনার এই অতি অভিনয় আমাদের চিরায়ত বাঙালী সংস্কৃতি এবং হাজার বছরের মাতৃস্নেহের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবার বন্ধন অত্যন্ত প্রগাঢ়। মাকে স্বস্তি দিতে স্বামী, ননদ, বোন ভাই সহ নানা নিকট এবং দূরবর্তীরা সারাক্ষনই নবজাতককে আগলে রাখে। বাংলাদেশে অনেক মা তার সন্তানকে রেখে সারাদিনের জন্য কাজে যান। আপনি গার্মেন্টিস এর কথা চিন্তা করুন, সেখানে প্রায় ২০ লাখ নারী শ্রমিকের ৫০ ভাগই মা। তাদের সন্তানকে তার বাড়ীতে কোন আত্মীয়ের কাছে রেখে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা কর্মক্ষেত্রে থাকেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত প্রায় এককোটি নারীর খুব কমই (দুএকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়া) কর্মক্ষেত্রে তাদের সন্তানকে নিয়ে যান। শোভন হতো, যদি মেহনাজ তার নবজাতককে স্বামী বা নিকটআত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে আদালতে যেতেন। বাচ্চাটা তাহলে কষ্ট পেতো না। আদালতে বরং তিনি রিমান্ডে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চাকে কাছে রাখার আবেদন করতে পারতেন। এতে শিশুটিও ভালো থাকতো। শিশুটিকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহারের যে কুৎসিত তৎপরতা, তা বিশ্ব মাতৃত্বের প্রতি এক চরম অবমাননা।

পত্র পত্রিকার খবরেই জানা গেল, গ্রেপ্তার হবার তিন দিন আগে সারাদিন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তখন তার সংগে শিশু কন্যাটি ছিলো না। গৃহপরিচারিকার জবানীতে জানা যায়, প্রায় প্রতিদিনই মেহনাজ নানা কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন এবং সারাদিন পর বাসায় আসতেন। এর অর্থ হলো শিশুটি ২৪ ঘন্টা মাতৃকোলে থেকে অভ্যস্ত নয়। রিমান্ডে দেখা গেছে, বুকের দুধের চেয়ে শিশুটি নান-১ নামে একটি শিশু দুধই বেশী পান করছে। তাহলে প্রশ্ন উঠে কেন এই নাটক? মানবতার নামে একটি অবুঝ, নিষ্পাপ শিশুকে এভাবে ব্যবহার কোন মানবিকতা? এই ঘটনাকে কেবল তুলনা করা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ গুলোতে শিশুদের উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের সংগেই। মেহনাজ, তার অপরাধ আড়াল করতে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যখাতে সরাতে এই অমানবিক, হিংস্র এবং পাশবিক কাজটি করেছেন। এপ্রসংগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের 'নীনা কুমারী বনাম রাষ্ট্র মামলার উদাহরণ দেয়া যায়। ২ মাস বয়সের শিশু সহ নীনা কুমারী একটি হত্যামামলায় গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার হবার পর তিনি তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে কারাগারে নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বরং তিনি দিনে তিনবার তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর অনুমতি চান। সরকার ঐ আবেদন নাকচ করে এই যুক্তিতে যে কারান্তরীন একজন আসামীকে তিনবার বহিরাগতদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ নেই। কিন্তু হাইকোর্ট তার রায়ে কারা কতৃপক্ষকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। নীনা কুমারী, তার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন, তিনি চান না তার সন্তান কারাগারে কষ্ট পাক। অবশ্য এসব রুচি, অভ্যাস এবং মূল্যবোধ গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। মেহেনাজ যে পরিবারে বড় হয়েছেন সেই পরিবারের কর্ণধার একজন আত্মস্বীকৃত খুনীই শুধু নন মানবিক বোধশূন্যহীন একজন মানুষ রুপী পশু। কারণ, ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট কোন মানুষের পক্ষে রাসেলের মতো একজন নিষ্পাপ নিরুলুষ, অপাপবিদ্ধ শিশুকে হত্যা করা সম্ভব ছিলো না। সুকান্ত আবদুল্লাহর মতো শিশুকে হত্যা করা কোন নূন্যতম মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষের অসাধ্য। এই সব পশুদের সন্তানরা, তাদের পিতার পশুত্বকে ঘৃনা করেনি, পিতার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেনি। বরং মানবতার বিরুদ্ধে নৃশংসতম এসব অপরাধের জন্য গর্ব প্রকাশ করেছে। এখনও তারা আরেকটি ১৫ আগস্ট ঘটানোর ষড়যন্ত্রে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে। তাই মানবিক বোধশূণ্য এসব দানবদের পক্ষেই একটি শিশুকে নিয়ে এসব অমানবিক কর্মকান্ড শোভাপায়। কারণ, স্বার্থউদ্ধারের জন্য এরা সবকিছুই করতে পারে। ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট তারা একবার প্রমাণ করেছে, এবার আবার প্রমাণ করলো। ছি: মেহনাজ আপনার এই নোংরা কৌশল মাতৃত্বের চরম অবমাননা। আপনি মাতৃত্বের কলংক।

দেশের 'মা' দের পক্ষে প্রচারিত